R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য—সভাপতি
নিমাইচন্দ্র সাহা—সম্পাদক

৯৫শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৬ সাল।
২৯শে এপ্রিল, ২০০৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

আন্তর্জাতিক ধারভারে প্রণব মুখার্জী জিতলেও রীতিমতো বেগ পেতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী গতবারের বিজয়ী প্রণব মুখার্জী। তিনি বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি এমের আবুল হাসনাৎ খানকে ৩৭,২৮০ ভোটে পরাজিত করে নির্বাচনে প্রথম জয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। প্রণববাবু পান ৪,৩০,৪৪৪। বামফ্রন্টের আবুল হাসনাৎ পান ৩,৯৩,১৬৪। এবারে প্রণববাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি এমের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জঙ্গিপুর পুরসভার দীর্ঘ ১৯ বছরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। (৫ম পৃষ্ঠায়)

রাজ্য রাজনীতির বাতায়নে জঙ্গিপুর আজ কোন্ পথে ?৭

স্বপন মুখার্জী : 'এবার ভোটের হাওয়া নয় দাদা, জোটের হাওয়া'। লালগোলা থেকে আসা এক হকারের সাফ কথা। জৈনদের নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু জৈন সমাজে ভোট চাইছেন—কি রেজাল্ট হবে ? "প্রণববাবুর মতো মানুষ জঙ্গিপুরে দাঁড়িয়েছে এটাই আমাদের ভাগ্য। মুখে আমরা যাই বলি, ভোট প্রণববাবুকেই দেবো।" একইভাবে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে আসা সেন্ডার আকবর সেখ বলেন, "ভোট প্রণববাবুকে দেবো না তো কাকে দেবো ?" জিজ্ঞেস করলাম প্রণববাবু তোমাদের জন্য কি করেছেন ? সাদামাটা নিরক্ষর আকবরের উত্তর— (চলবে)

আইনি পথেই বাংলাদেশের সংগে বাণিজ্য হবে—প্রণব

অসিত রায় : লক্ষ্মীজোলার কুলগাছি বটতলার মাঠে ঠিক ছিল লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব মুখার্জীর জনসভা হবে বিকেল চারটেতে। এক-দেড় ঘন্টা ব্যবধানে পরের দুটো জনসভা কাশিয়াডাঙ্গার কলাবাগে আর তেঘরির রামপুরাতে। সবশেষে বুদ্ধিজীবিদের সাথে আলোচনা সভা সম্মতিনগরে। প্রস্তুতিপর্ব ও সেইমত সব চলছিল। দুপুর থেকেই প্রচন্ড দাবদাহ উপেক্ষা করেই মানুষের ভীড় মাঠ ভরতে শুরু করে। কিন্তু কলকাতা থেকে এসে প্রণববাবুর প্রথম জনসভাতে পেঁাছাতে রাত আটটা পেরিয়ে যায়। এরজন্য প্রথম দুটো জনসভায় স্বল্প বক্তব্য রাখেন। রাত সাড়ে দশটায় রামপুরাতে পেঁাছিয়ে অপেক্ষারত জনতাকে (৫ম পৃষ্ঠায়)

শহরের আইন শৃংখলা রক্ষায় স্থানীয় পুলিশ ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর ছাড়া সম্মতিনগর বা মিঞাপুর-উমরপুর এলাকায় বহু অচেনা মুখের ভিড় জমলেও রঘুনাথগঞ্জ থানার আই, সি সন্দীপ মালের কোন মাথা ব্যথা নেই। লালগোলা বা জঙ্গিপুর মহকুমার সীমান্ত এলাকা দিয়েই জঙ্গীরা ভারতে প্রবেশ করছে ও আশ্রয় পাচ্ছে, সে কথা পর পর ধরা পড়া প্রায় জঙ্গিরাই গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে স্বীকার করেছে। দেশের বর্তমান (৫ম পৃষ্ঠায়)

বামফ্রন্ট প্রার্থীর পদযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সিপিএমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে গত ২১ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ফাদিলপুর বাঁধের ধার থেকে জঙ্গিপুর শহর অভিমুখে পদযাত্রা বার হয়। এক সাক্ষাতকারে মৃগাঙ্কবাবু জানান, ১২ থেকে ১৪শো মোটর সাইকেল ঐ পদযাত্রায় আলাদা গতি আনে। মিছিলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ (৫ম পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়.

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০৬৭৬৪, ৯৩০২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৬ সাল।

প্রণাম

জঙ্গিপুর সংবাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র পন্ডিত দাদাঠাকুরের জন্মদিন অতিবাহিত হইল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তিনি ভুমিষ্ঠ হন। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল এক মহা আত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতলপুরাণ' ও 'বিদূষক'-এর মাধ্যমে তিনি যেমন রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনিই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে, যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানসসন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্রকে তিনি যেমন শান্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টে তিনি অভিভুত হইতেন।

দাদাঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শবর্তিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

রসিক দার্শনিক দাদাঠাকুর

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

কাজি নজরুল ইসলাম দাদাঠাকুরকে 'হাসির অবতার' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমার মনে হয় শুধু এই অভিধাতেই দাদাঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক দার্শনিক, যিনি একই সঙ্গে আনন্দ আর জ্ঞান পরিবেশন করতেন।

আমার বাল্যকালে আমার পিতৃদেব নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মজলিসে প্রায়ই বহু গুণীজনের সমাবেশ দেখেছি। যাঁদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্র পন্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামেই বিখ্যাত; আর অন্যজন চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সে যুগে কৌতুকাভিনয়ের জন্যে যাঁর রসিক মহলে সমাদর ছিল। গোঁসাইজীর সাজগোজ ছিল পরিপাটী, ধোপদুরস্ত বাবুদের মত। তাঁকে বলা যায় কৌতুকী বা কমেডিয়ান। তাঁর হাস্যরসের প্রধান উৎস ছিল বাক্য, আকার আর ভঙ্গিমার বিকৃতি। আমরা তাঁর মজার মজার মুখভঙ্গী দেখে আনন্দ পেতুম। তিনি মাথায় ঘোমটা দিয়ে কটাক্ষ হেনে মেয়েলি গলায় গান ধরেন, 'এবার মলে বাইজী হব, গোঁসাইজী আর রব না।' আমরা সবাই প্রাণ খুলে হাসতুম। চটপট সরস কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। আমাদের বাড়ীতে একটা মস্ত বড় চৌবাচ্চা ছিল, যেটাকে দেখে তিনি একদিন বললেন, 'এটা চৌবাচ্চা কে বলে? এ ত দেখছি চৌধাড়ি!' গোঁসাইজীর চিত্র মুখভঙ্গীর ছবি সে সময়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হত।

কিন্তু দাদাঠাকুর ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মোটেই বাবুয়ানা ছিল না। তাঁর খালি পা, খালি গা, পরনে শুধু ছোট ধুতি আর চাদর, চোখ দুটি সর্বদা কৌতুকে উজ্জ্বল। কলকাতার বাবু সমাজে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান গ্রামীণ প্রতিবাদ। তবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের লোভে সেই সমাজ তাঁকে আপনার করে নিয়েছিল শুধু কৌতুক পাবার জন্যে নয়, আত্মসমালোচনা শুনে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেও। তাঁর সরস গান বা উক্তির আবেদন ছিল বহুলাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাঁর রচনা ছিল সর্বপ্রকার দুর্নীতি আর কদাচারের প্রতি কৌতুক মিশ্রিত তিরস্কার। চলিত বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজিতে তিনি মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারতেন। যে সব ছড়ায় ছিল ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ। দু' চারটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

'জানিস আমাদের স্কুল সরকারী সাহায্য পায়। গভর্ণমেন্ট এডেড (Government aided)।' দাদাঠাকুর বললেন, 'জানি স্যার। A dead school.' ছাত্রের মুখে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নিষ্প্রাণ বিদ্যায়তনের কি নির্মম সমালোচনা। 'বিদূষক' পত্রিকার Editor কে তিনি লিখছেন Aid-eater। অনেক পত্রিকা সম্পাদক সম্পর্কে তাঁর যে ব্যাঙ্গোক্তি, এ সম্পর্কে টীকা নিষ্প্রোজন। এই রকম তাঁর 'বোতল পুরাণে' মদিরামাহাত্ম্যে মদ্যপদের সম্পর্কে ব্যাজস্তুতি, টাকার অষ্টোত্তর শতনামে কাঞ্চনকৌলীন্যকে ব্যঙ্গ, ভোটামৃতে গণতন্ত্রে ভোট দানের পদ্ধতির সমালোচনা, বীণাপাণির নিকট দানাপানির আব্দারে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা; কখনও পুরানো হবে না এই সব রচনা।

দাদাঠাকুর তদানীন্তন ইংরেজ লাটসাহেবকেও ইংরেজী ছড়ায় দেশের দুঃখের কথা শুনিয়ে দিতে ভয় পাননি। তিনি বললেন,

'এ রিভার ফ্লোজ স্ট্যাগ্‌ন্যান্ট স্ট্রীম
ফর দি এক্সপেরিমেন্ট অব্ ড্রেনেজ স্কীম,
ইওর এ্যাক্সেলেন্সি ইজ স্পেনডিং ম্যাচ্
টু কীপ আস্ অ্যালাইভ উইথ
লাভিং টাচ্।'

সরকারী স্কুল হস্তাবলেপের উৎপাত থেকে জনসাধারণ আজও মুক্তি পায়নি।

দাদাঠাকুর ভগবানের সঙ্গেও রসিকতা করতে ছাড়েননি।

নিজের এক মৃত পুত্রকে চিতায় শুইয়ে তিনি গান ধরলেন—

'তোমার দেওয়া, তোমার নেওয়া
আমার এতে কি লোকসান?
দত্তাপহারী হোলে যে
নিলে জিনিস করে দান।'

এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরয় তিনিই ত প্রকৃত দার্শনিক। এইখানেই দাদাঠাকুরের বিশেষত্ব। তিনি যদি শুধুই পরিহাসপ্রিয় বা কৌতুককারী হতেন, তবে অনেক আগেই লোকে তাঁকে ভুলে যেত। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে তিনি জ্ঞান বিতরণ করেছেন, দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন, তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেন অনেক শতাব্দী ধরে।

"আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পন্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর চাষী অব্রাহ্মণ; আমাকে কেহ বাবাঠাকুর কেহ কাকাঠাকুর—অর্থাৎ যার যা সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকতো, তবে 'দাদাঠাকুর' বলে ডাকার লোক সংখ্যা খুব বেশী—তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বুঝায়। এমন কি কলকাতার মত শহরেও আমার এই নাম জারী হয়েছে।" —দাদাঠাকুর

দাদাঠাকুরের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১৩ বৈশাখ সন্ধ্যেয় রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতাল মোড়ে দাদাঠাকুরের মূর্তির পাদদেশে দাদাঠাকুর স্মৃতি স্মারক রক্ষা কমিটি শরৎচন্দ্র পন্ডিতের (দাদাঠাকুর) জন্মদিন পালন করে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাংবাদিক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দাদাঠাকুরের পৌত্রী ছন্দা ভট্টাচার্য্য এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঐ কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষাব্রতী ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বামফ্রন্ট প্রার্থীর পদযাত্রায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

অংশ নেন। এই দীর্ঘ মিছিলের ফলে রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। তিনি আরো জানান—বিভিন্ন মোড়ে ফল-মিষ্টি-সরবৎ দিয়ে এলাকার আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাকে শুভ কামনা জানান। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মৃগাঙ্ককে অভিভূত করে। পরদিন ২২ এপ্রিলও ঐ এলাকার মিঠিপুর থেকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে পদযাত্রা বার হয়। জঙ্গিপুরে ঢোকার মুখে বরজ, মিদ্ধাপাড়া, মহম্মদপুর ইত্যাদি এলাকা প্রদক্ষিণ করে। ঘরের ছেলে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে জয়যুক্ত করার শ্লোগান এলাকাকে মুখরিত করে।

রীতিমতো বেগ পেতে হবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি বহু সময় ধরে বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পোড়খাওয়া কর্মী থেকে নেতা। দলে মৃগাঙ্কবাবুর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। স্বজনপোষণ বা বিনা টেন্ডারে কাজ দেয়া নিয়ে কেউ কেউ আড়ালে তার নামে বিষোদ্গার করে এই পর্যন্ত। সে সব অভিযোগ মৃগাঙ্কবাবুর ব্যক্তিত্বের কাছে কোন দিন ঠাঁই পায়নি। জনৈক বিজেপি নেতার বক্তব্য, গত লোকসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জী এখানে বিজেপির সঙ্গে আলোচনা করে মদন মিত্রের নাম তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু শেষে শীশ মহম্মদকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রণব মুখার্জীর বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছিলেন। হিন্দু হিন্দু হাওয়া তুলে কংগ্রেসীরা বিজেপির ভোট ব্যাংককে তছনছ করে দেয়। এবার তার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না বিজেপি। তিনি আরো জানান—প্রণববাবুর সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি এবার বিজেপির মুখ্য হাতিয়ার। বিজেপির কেউ কেউ দাবী করেন—তাদের প্রায় এক লক্ষ কমিটেড ভোটারের মধ্যে গত নির্বাচনে ৯৫% প্রণববাবু পেয়েও মাত্র ৩৬,৮০০ ভোটে জেতেন। এবার এই লোকসভা এলাকায় জেলা পরিষদের ১৯টা সীটের মধ্যে ১৪টা সিপিএমের বাকী ৫টা কংগ্রেসের। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৮টার মধ্যে ৭টা মৃগাঙ্কবাবুদের। মাত্র ১টা কংগ্রেসের। বিধায়কের ক্ষেত্রে বামেদের ৬টা, কংগ্রেসের ১টা। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের মধ্যে একটি মাত্র পুরসভা, সেটাও কংগ্রেসের হাত ছাড়া। এখানে কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীবাজি বা ল্যাং মারামারি বর্তমানে প্রকাশ্যে না এলেও চলছে। তেমনি বামেদেরও অনেকে কংগ্রেস শিবিরে ওঠাবসা, আলাপ আলোচনা, বামফ্রন্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কথা বলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই হতচ্ছাড়া অবস্থা গত নির্বাচনে ছিল না। প্রণববাবু সে সময় যে ভোটের ব্যবধানে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে হারিয়ে ছিলেন সেই ৩৬,৮০০-র বেশী ভোট গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেরাই পেয়েছে। তারা মাটি হারায়নি; বরং এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া অনেকের মতে প্রণববাবু নির্দিষ্ট শিল্প গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় কোষাগার ঢেলে দিচ্ছেন। এটা অনেক শিল্প গোষ্ঠী মেনে নিতে পারছেন না। এ ছাড়া এই পাঁচ বছরে কতজন বেকার চাকরী পেয়েছে? রেল, শিক্ষা, ভাঙন প্রতিরোধ বা স্বাস্থ্যের সম্প্রসারণ বা উন্নতির কথা বলেছিলেন, তার কতটুকু হয়েছে এই পাঁচ বছরে। প্রণববাবু বহুবার এসেছেন এখানে। এলাকার লোকজন কন্টারের ঘুরন্ত ধুলোর পরশ পেতে ছুটে গিয়েছেন। যাইহোক যে গ্ল্যামারাস পরিবেশে প্রণব মুখার্জী সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে বিরাজ করছেন তার অনেকটাই কিন্তু নিজের কেন্দ্রে ম্লান। টাকার জোরে আর দিল্লীর ক্যারিসমা দেখিয়ে হয়তো গত নির্বাচনের মতো এলাম—গেলাম—জয় করলাম পরিস্থিতি এবার মনে হয় আসবে না। গোষ্ঠী রাজনীতিতে অধীর চৌধুরীকেও জেলাতে অনেকটা বেগ পেতে হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। পাশাপাশি মমতা জোটে নির্বাচনী পালে কতটা হাওয়া তুলবে—এ সব পরিস্থিতি আসতে এখনও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

স্থানীয় পুলিশ ব্যর্থ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর মহকুমার সীমান্ত এলাকায় বি. এস. এফ বা তার পরের ধাপে শহর বা গ্রামাঞ্চলে পুলিশ প্রশাসন কতটা সজাগ সে ব্যাপারে নজর দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। বহু বাংলাদেশীর এখানে ভোটার তালিকায় নামও আছে। প্রত্যেকবার তারা ভোটও দিয়ে যায় বলে খবর। সীমান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণে শিথিলতা এর কারণ। উল্লেখ্য, শহরাঞ্চলে আগের মতো রাতে পুলিশ টহল দেয় না। দেয়না বাড়ীর দেয়ালে সাংকেতিক চিহ্ন। পুলিশ কম অজুহাত দেখিয়ে এসব নিয়ম বহুদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলোর মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন থাকতো, এখন কিছু নেই। এখন থানার গা ঘেঁষে চোলাই মদের কারবার চলছে। শহরের নানা এলাকায় মদের ঠেক। মদ্যপরা নিয়মিত এলাকার শান্তি ভঙ্গ করে। এর কোন প্রতিকার নেই। শহরের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় মোটর সাইকেল আরোহীদের ইভটিজিং দিনের দিন বেড়ে যাচ্ছে। শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি লজে বাইরে থেকে মেয়ে এনে দেহ ব্যবসা চলছে। এ সবের কোন প্রতিকার নেই।

আইনি পথেই বাংলাদেশের (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রণববাবু আশ্বাস দেন ৩ মে এই এলাকাতে রোড শো করে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন। লন্ঠন, মোমবাতি, কুপি হাতে ফুল ছিটিয়ে, মালা পড়িয়ে শাঁখ বাজিয়ে এলাকার মানুষ প্রণববাবুকে বরণ করেন। প্রতিটি সভাতেই তিনি জঙ্গিপুর তথা জেলার উন্নয়নে আর মানুষের প্রয়োজনে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। মিঞ্জপুরে রেলগেটে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে ফ্লাই ওভার ব্রীজের ব্যবস্থা, রঘুনাথগঞ্জে পি, এফ, অফিস চালু করা, বল্লালপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্রেইলি সেতু তৈরী করা, গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগের প্রয়োজনে রাস্তাঘাট, গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী রয়েছে। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার আশা নিয়ে তিনি আবার ভোটপ্রার্থী। আপনারাই আমাকে আবার নির্বাচিত করে সেই সুযোগ করে দেবেন। আগামী ৭ মে ভোটপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি রঘুনাথগঞ্জেই থাকবেন বলে জানান। সীমান্ত অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। "আইনি পথেই ঐ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য হবে।"

আমি তোমাদেরই। তোমরা করেছো আপন, তাইতো এত কাজের মাঝে থেকে জঙ্গিপুরের জন্য পড়ে থাকে আমার মন। তাই আমি তোমাদের সাথে থেকে করতে চাই জঙ্গিপুরের উন্নয়ন।

নমস্কার ও সালামসহ

প্রণব মুখার্জী

সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে
৯নং জঙ্গিপুর লোকসভা
কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস
প্রার্থী উন্নয়নের প্রাণপুরুষ

প্রণব মুখার্জীকে

হাত চিহ্নে বোতাম টিপে ভোট দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত করুন।

জেলা পরিষদ সদস্যা শ্রীমতী ঝর্ণা দাস ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মীর নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুরূপ পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।